প্রথম আলো

তারিখ 24 MAY 2012
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৫

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভর্তি পরীক্ষা প্রশ্নবিদ্ধ, আমূল সংস্কার প্রয়োজন

ইউজিসির বার্ষিক প্রতিবেদন

মোশতাক আহমেদ ●

স্বায়ত্তশাসিত ও সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশসহ অন্যান্য অধ্যাদেশ সংস্কারের সুপারিশ করেছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। তবে এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকেই উদ্যোগ নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে উচ্চশিক্ষায় ভর্তির বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতিকে প্রশ্নবিদ্ধ হিসেবে অবহিত করে ভর্তি-প্রক্রিয়ায় আমূল সংস্কারের সুপারিশ করেছে ইউজিসি।

ইউজিসির সর্বশেষ ৩৭তম বার্ষিক প্রতিবেদনে এসব সুপারিশ করা হয়েছে। মোট ৩৫টি সুপারিশ করে প্রতিবেদনটি গত রোববার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আচার্য ও রাষ্ট্রপতি মো. জিল্লুর রহমানের কাছে উপস্থাপন করেছে ইউজিসি।

স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে '৭৩-এর অধ্যাদেশ অনুযায়ী উপাচার্য প্যানেল নির্বাচন না দেওয়াসহ বিভিন্নভাবে এর লঙ্ঘন হওয়া নিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন মহলে আলোচনা হচ্ছে। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার-সমর্থক শিক্ষকেরাই এসব নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা করছেন। এমন প্রেক্ষাপটে উচ্চশিক্ষা দেখভালের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান ইউজিসি এই সুপারিশ করেছে। তবে সংস্কারের সময় স্বায়ত্তশাসনের ধারণাকে সমুন্নত রাখতে বলেছে ইউজিসি।

প্রতিবেদনে বলা হয়, উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর বর্তমান ভর্তি-প্রক্রিয়া ভর্তি-ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যয়বহুল। ভর্তি পরীক্ষাগুলো কেবল বোর্ড-পরীক্ষার একটি অতিসংক্ষিপ্ত রূপ এবং এই পরীক্ষার গুণগতমান বর্তমানে প্রশ্নবিদ্ধ। বর্তমান পদ্ধতিতে বেশির ভাগ শিক্ষার্থীকে ছয় থেকে ১০টি ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে হয়। এই দীর্ঘ সময়ে তাঁরা কোচিং সেন্টারের তত্ত্বাবধানে থাকেন। এতে তাঁদের সৃজনশীলতা বহুলাংশে হ্রাস পায়, অপচয় হয় অর্থের। এ জন্য বর্তমান ভর্তি-প্রক্রিয়ার আমূল সংস্কারের সুপারিশ করেছে ইউজিসি।

উল্লেখ্য, কয়েক বছর ধরে শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং শিক্ষাসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মহল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি-প্রক্রিয়া মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের ফলাফলের ভিত্তিতে সম্পন্ন করার দাবি জানিয়ে আসছে। বর্তমানে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি সম্পন্ন হয় মাধ্যমিক ও সমমান পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে। সাম্প্রতিক সময়ে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা নকলমুক্ত পরিবেশে অনুষ্ঠিত হওয়ায় ফলাফলের ভিত্তিতে ভর্তির দাবি জোরালো হচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করলেও সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেনি।

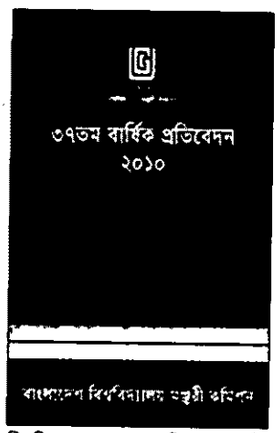

ইউজিসির প্রতিবেদন বলছে, বিগত বছরগুলোতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগে ত্রুটিপূর্ণ প্রক্রিয়া লক্ষ করা গেছে। এ কারণে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রত্যাশিত জ্ঞানচর্চায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। পাশাপাশি প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে বিশৃঙ্খলা লক্ষ করা যাচ্ছে। ইউজিসি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে মেধা, দক্ষতা ও যোগ্যতাকে প্রাধান্য দিয়ে বিশেষজ্ঞ প্যানেল ও গ্রুপ গঠন করে প্রয়োজনে একটি স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য পরীক্ষা ও ক্লাস ডেমোনেস্ট্রেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ করতে বলেছে। এ ছাড়া শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিত করা ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করার জন্য চাকরির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি ও আকর্ষণীয় বেতন কাঠামো বা স্বতন্ত্র বেতন স্কেল প্রবর্তন করা বাঞ্ছনীয় বলে মনে করে কমিশন।

প্রতিবেদনে বলা হয়, উচ্চশিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে, তবে শিক্ষার মান নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না। এ জন্য উচ্চশিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। গবেষণা কার্যক্রমকে আরও গতিশীল ও বিশ্বমানে উন্নীত করার লক্ষ্যে এ খাতে বিদ্যমান বাজেট বৃদ্ধি করতে হবে। গবেষণা কার্যক্রমকে সুসংহত ও সমন্বিত করার জন্য জাতীয় গবেষণা কাউন্সিল বা একাডেমি প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক।

প্রতিবেদনে বলা হয়, দেশের কতিপয় সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে একাডেমিক শিক্ষাবর্ষ আশঙ্কাজনকভাবে পিছিয়ে পড়েছে। প্রতিবেদনে বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম না বললেও উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজগুলোতে বর্তমানে দুঃসহ সেশনজট। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বিষয় ভেদে তিন-চার বছরও সেশনজট আছে। সেশনজট নিরসনের দাবিতে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজগুলোর শিক্ষার্থীরা আন্দোলন করছেন।

এই প্রেক্ষাপটে ইউজিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অনাকাঙ্ক্ষিত এ সেশনজটের কারণে একদিকে শিক্ষার্থী ও তাঁদের অভিভাবকেরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন, অন্যদিকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদেরও প্রচুর অপচয় হচ্ছে। মানবসম্পদ উন্নয়নে জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জনও এ কারণে বিঘ্নিত হচ্ছে। এ জন্য এই সেশনজট নিরসনে বিশ্ববিদ্যালয়সহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে কোনো কোনো ক্ষেত্রে দলীয় রাজনীতির প্রভাব ও অন্যান্য কারণে একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম বিঘ্নিত হয়েছে। কমিশন মনে করে, বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ পর্যায়ে সুস্থ ধারার ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি প্রতিষ্ঠার জন্য নিজ নিজ বিশ্ববিদ্যালয়কে জরুরি ভিত্তিতে উদ্যোগ নিতে হবে।

সাম্প্রতিককালে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো কোনো শিক্ষক অনিয়ন্ত্রিত ও অপরিকল্পিতভাবে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে খণ্ডকালীন শিক্ষকতা ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে পরামর্শক হিসেবে কাজ করছেন। এ প্রসঙ্গে কমিশন বলেছে, এর ফলে তাঁদের নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। এ বিষয়ে একটি যুগোপযোগী নীতিমালা করতে বলেছে ইউজিসি।

প্রতিবেদনে বলা হয়, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়-ব্যয়সংক্রান্ত সুস্পষ্ট কোনো নীতিমালা নেই। ফলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি ফি, টিউশন ফি ও শিক্ষকদের বেতন-ভাতাসহ অন্যান্য বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। সনদ, নম্বরপত্র, প্রশংসাপত্র ইত্যাদি সরবরাহের ক্ষেত্রেও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো উচ্চহারে ফি নিয়ে থাকে বলে অভিযোগ আছে। ইউজিসি বলছে, বিভিন্ন প্রকার ফি ও চার্জ সহনীয় পর্যায়ে রাখা আবশ্যক।

এ ছাড়া বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি-প্রক্রিয়াকে আরও স্বচ্ছ, মেধাভিত্তিক ও বিধিসম্মত করা এবং একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম

আগারগাঁওয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ভবন

আইনানুযায়ী যথাযথভাবে পরিচালিত হচ্ছে কি না, তা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা জরুরি বলে প্রতিবেদনে বলা হয়। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, পরিবেশবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞানের মতো বিষয়ে কোর্স চালু করা বাঞ্ছনীয়।

জানতে চাইলে ইউজিসির চেয়ারম্যান অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরী *প্রথম আলোকে* বলেন, 'রাষ্ট্রপতি আমাদের সুপারিশ বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী এবং শিক্ষামন্ত্রীও উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে আসছেন।' এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, সুপারিশগুলোর বাস্তবায়ন হচ্ছে কি না, তা পর্যালোচনা করে দেখা হবে। বাস্তবায়নের অন্তরায়গুলো চিহ্নিত করে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করা হবে বলেও জানান তিনি।